টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
— বিয়ের —
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৬ ইং 25th Feb. 1970 | ৩৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

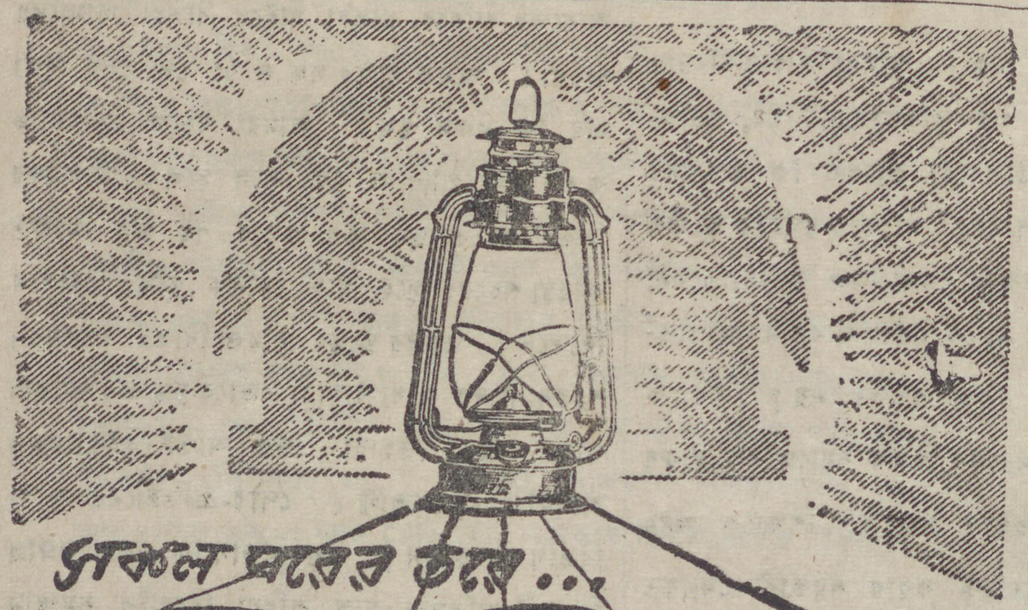

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

Wanted a qualified and experienced Head Master for Bahutali proposed High School. P.O. Bahutali, Murshidabad. Apply sharp to Secy.

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ভাবছ বুঝি ত'রে যাবে
পৈতে ফোঁটা টিকির জোরে।
রেকর্ড খুলে চিত্রগুপ্ত
গুপ্ত দিবে ব্যক্ত ক'রে॥

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের..... ॥

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় করে। একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মাপকাঠি তাহার শিক্ষিতের সংখ্যার উপর। কোন দেশ যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, তত্থানি উন্নতিশীল শিক্ষিতের হার সেখানে যতটা বেশী। সেদিক দিয়া জাপান একটি আদর্শ দেশ। ইহার উপরও হইল ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম একটি আশ্চর্য দেশ। অন্ততঃ ভারতের কাছে বটেই।

জনগণের মমতায় গড়া পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকার। বহু ক্লেশ, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়া এই সরকার রাজ্যের শাসনভার পাইয়াছিলেন। আর নির্বাচনের (অন্তর্বর্ত্তী) প্রাক্কালে যুক্তফ্রণ্টের ঘোষিত কার্যসূচীর মধ্যে ছিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার। যুক্তফ্রণ্টের বত্রিশ দফার কার্যসূচীর বাস্তব রূপায়ণ যাহা এ পর্যন্ত হইল না, তাহার মধ্যে এই শিক্ষার ন্যায় ভাগ্যহীন দিকটি নিতান্ত উপেক্ষিত। শুধু তাই নয়, ইহা নির্মমভাবে অবহেলিত হইতেছে। এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীর্ঘদিনের শিক্ষাব্রতী। তিনি শিক্ষার জন্য সুপরিচিত সংগ্রামী মানুষ। তিনি যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ও তাঁহার মধ্যে নানা মতভেদ শুরু হইল এবং পরিশেষে দেখা গেল এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল।

জনগণ জানিতে পারিল যে অর্থাভাব ইহার একমাত্র কারণ। অবশ্য প্রকৃত সদিচ্ছা থাকিলে এই বিষয়টি নিশ্চয়ই সুবিচার লাভ করিত সে, বিষয়ে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের গুটিকয়েক ভাগ্যবান ছাড়া বাকী সমস্ত মানুষ আজ এমন অবস্থার যাঁহারা তাঁহাদের সন্তানসন্ততির জন্য বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্য পয়সা জুটাইতে পারেন না। সরকারী ঘোষণায় তাই সেই সব দরিদ্রের একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ কার্যকালে হতাশ্বাস।

ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা তাহার বিচার করিবার পূর্বে এই প্রশ্ন তুলিতে চাই যে, চৌদ্দ-শরিকী লড়াই চলিবার কালেও কি তাঁহাদের চৈতন্যের উদয় হইল না? মানুষের দুর্গতির সুযোগ লইয়া যাঁহারা একদা খেলা শুরু করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি জানেন না যে ইহার পরিণাম আপাত-মধুর হইতে পারে, কিন্তু শুভকর নয়? ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার সরকারী ঘোষিত নীতিকে কার্যকরী করার দাবীতে আজ যদি এই রাজ্যের শিক্ষকসমাজ সোচ্চার হন, তাহাতে জন-গণের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকিবে। কারণ ইহা শিক্ষার দাবী—জাতির দাবী। এই দাবী উপেক্ষা করার পরিণাম নিশ্চয়ই শুভ হইবে না। শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধির দাবী ইহা নয়। ইহা দেশের দরিদ্র সমাজের অভিশাপ লাঘব করার দাবী। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মধ্যে যাঁহারা আজ স্বার্থের দ্বন্দ্বে মাতিয়া এই সর্বজনীন বিষয়কে দূরে হঠাইয়া দিতেছেন, তাহার জন্য আমরা বলিব—ইহা অমানবিকতা।

জঙ্গিপুর মহকুমা শহরে দুগ্ধ সমস্যা

এই শহরে দুগ্ধ সমস্যা দিনের পর দিন প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। শিশু ও রোগীদের পথ্যের জন্য এবং সাধারণের পুষ্টিকর উপাদান হিসাবে খাঁটি দুগ্ধ একান্ত প্রয়োজন, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত; কিন্তু এই শহরে ইহা মিলিতেছে কৈ? যে রকমভাবে আজকাল ভেজাল দুগ্ধের ব্যবসা এই শহরে চলিতেছে ইহা বড়ই ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়। আমাদের মনে হয়—যে দুগ্ধ খাঁটি হিসাবে কেজি প্রতি ১ টাকা, ১·২৫ পঃ, ১·৫০ পঃ বিক্রয় হইতেছে উহাতে প্রায় অর্দ্ধেক জল। চা ও খাবারের দোকানগুলিতে যে সমস্ত দুগ্ধ গোয়ালা ও পাইকার-গণ বিক্রয় করে উহা একেবারে অখাদ্য। এই রকম পরিস্থিতি কিছু দিন চলিতে থাকিলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। অনেক দুগ্ধের গন্ধ ও রং দেখিলেই বুঝা যায় কি রকম দুগ্ধ। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কতকগুলি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা দলে দলে গোয়ালাদের নিকট হইতে দুগ্ধ ক্রয় করার পর জল মিশ্রিত করিয়া শহরের গৃহে গৃহে দৈনিক দুগ্ধের যোগান দিতেছে। তাদের দুগ্ধের দামও বিভিন্ন রকমের। শহরবাসীদের মধ্যে যাঁহারা এভাবে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া পান করেন, তাঁহারা এজন্য অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরাও ভুক্তভোগী। পৌর-প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য বিভাগ কি করেন? উক্ত বিভাগ কি দুগ্ধ ভেজাল বিরোধী অভিযান চালু করিয়া বিষয়টির সমাধান করিতে পারেন না?

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

রেলের মাশুল বাড়ছে সংবাদে কাতুখুড়ো কীর্তনের সুরে বললেন—"এ কী শূল দিলে গো মা, শেষ অব্দি রেলে!"

* * *

"শ্লিপারের ভাড়াই বেশী বাড়ল"—সংবাদের শিরোনাম পড়ে সৎপুত্র হাবা বলল—'বাবা, আর শ্লিপার কিনোনা; কাউকে চটিপেটা করতে চাই না।'

* * *

ফ্রন্টের শান্তিবৈঠক আবার ৪ঠা মার্চ বসবে। হ্যাঁ, এর মধ্যে যে যার অস্ত্র শাণিয়ে রাখুন না।

* * *

বিধান সভায় মন্ত্রী বচন—"মুখ সামলে কথা বলবেন।" "চড়িয়ে দাঁত খুলে নেব।" মন্ত্রী-সুবচন। অতঃপর কস্মৈ মন্ত্রিনে জুহোমি স্বাহা।

* * *

একটি বিজ্ঞাপন—'দেশীয় সিগারেট শিল্প পঙ্গু কেন?' আজ্ঞে, গুদোমপচা তামাক ব্যবহার করে জনস্বাস্থ্য নিরাপদ করা হচ্ছে বলে।

অভিনয়

বিগত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের পরিচালনায় স্বপন বুড়ো রচিত "বাণী" বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক যথেষ্ট সহযোগিতা করিয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে বহু লোকের সমাগম হয় ও সকলে আনন্দ উপভোগ করেন।

পদব্রজে আহিরণ ব্যারেজ

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পদব্রজে আহিরণ ব্যারেজ পরিদর্শন এক অভিনব প্রচেষ্টা। রক্তবর্ণে রঞ্জিত আকাশ, সূর্য্যের হাসিতে ঝলমল করছে মুখর প্রকৃতির প্রাঙ্গণ; ছাত্রীরা প্রবল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি তাঁরই কথা ভেবে; সেই বড়দি, যিনি সবাইকে উৎসাহিত করেছিলেন পায়ে হেঁটে রাস্তা চলতে। আমরা সবাই হব স্বাবলম্বী। ঠিক ৮-৪৫ মিনিটে আমরা আহিরণ পৌছে গেলাম। আমাদের পরিচিতি-পত্র পেয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরম সাদরে আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁদের গাড়ী করে দেখে এলাম ব্যারেজের কাজ চলছে পুরোদমে। ওখানকার শ্রীসুব্রত চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীপরিমল চৌধুরী সযত্নে আমাদের ব্যারেজ দেখালেন। প্রচুর সহানুভূতি আমরা পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। —জনৈকা ছাত্রী

প্রয়োজনের সময় ব্যয় করার জন্য সঞ্চয় করুন

স্বল্প সঞ্চয় ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই উপকার করে

নীচের পরিকল্পনাগুলিতে লগ্নী করুন

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের হিসাব—

করমুক্ত সুদের হার ৩½%

৫ বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস স্থায়ী আমানত—

শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে কিংবা চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা ৪·৫ টাকা সুদে ১০০ টাকার আমানতে মেয়াদ শেষে ১২৫ টাকা পাওয়া যায়। এই আমানতে ৫০ টাকা বা তার গুণিতকে টাকা জমা রাখা যায়।

৫ বছর ১০ বছর এবং ১৫ বছরের ক্রমবর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্ট মেয়াদী আমানত :—

চক্রবৃদ্ধি হারে করমুক্ত সুদ ৪·৫% এবং ৪·৮%। ১০ বছর ও ১৫ বছর মেয়াদের আমানতে মোট বার্ষিক জমার উপর জীবনবীমার প্রিমিয়াম এবং প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা টাকার মতো আয়কর রেহাই পাওয়া যায়।

১২ বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট :—

মেয়াদ শেষে প্রতি ১০০ টাকার সার্টিফিকেটে ১৮০ টাকা পাওয়া যায়:—এই পরিকল্প আয়করমুক্ত।

১০ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট :—

প্রতি ১০০ টাকার সার্টিফিকেট মেয়াদ শেষে ১৮০ টাকা পাওয়া যায়।

১৫ বছর মেয়াদী অ্যানুয়িটি সার্টিফিকেট :

১৩৩০ টাকা, ৩৩২৫ টাকা, ৬৬৫০ টাকা, ১৩৩০০ টাকা এবং ২৬৬০০ টাকা লগনী করলে সুদসহ আসল টাকা ১৫ বছর ধরে প্রতি মাসে যথাক্রমে ১০ টাকা, ২৫ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা ও ২০০ টাকা হিসাবে প্রত্যর্পণ করা হবে।

অবিলম্বে নিকটস্থ পোষ্ট অফিস, জেলা সঞ্চয় সংস্থা কিংবা স্থানীয় বি, ডি, ও-র অফিসে ব্লক সঞ্চয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Memo No 190(7) Inf/M/Advt. Dt. Berhampore 24. 2. 70

স্বেচ্ছাচারিতা

মেলা! মেলা!! মেলা!!! বিরাট মেলা। মেলা আজকাল হামেশায় কিছু না কিছু অজুহাতে বসে। দেবগণের শুভাগমনে পুণ্যার্থীদের ভীড় ও তৎসহ বিভিন্ন পণ্যব্যবসায়ী সবাই দু'পয়সা রোজগারে পসার সাজায়। রোজগার প্রায় সকলেরই হয়—পণ্যব্যবসায়ী, সিনেমা, সার্কাস পার্টি, মেলাকমিটি, জুয়াখেলা পার্টি, এমন কি পুলিশ-বাহিনী পর্য্যন্ত। সবাই যেন নিজ নিজ ফিকিরে ঘুরছে।

একথা অবতারণার কারণ নিশ্চয় আছে। সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার বোথারা গ্রামে (২০শে মাঘ হতে ৩রা ফাল্গুন) শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর দেব চতুষ্টয়ের শুভাগমনে মেলা বসেছে। এই মেলায় দেখা গেছে জুয়াখেলা বিভিন্ন প্রকারে যেমন ডাইস্, কাঁটা, ফিতার মাধ্যমে পুরোদমে চলেছে। জুয়াখেলা আইনতঃ দণ্ডণীয় বা অপরাধ সে কথা মেলায় বেড়ালে মনে হয় না। আর পুলিশের ভয়ও তাদের নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মেলা কমিটি কেন জুয়া-পার্টি বসালো? আর যদি বসালো তবে পুলিশ সেটা খেলার অনুমতি দিল কেন? কে তার জবাব দেবে?

—সংবাদদাতা

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

ডবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও গোডাউন
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

ফাঁকা বুলি

জনসাধারণের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে যে বিগত নির্ব্বাচনী সফরে সাগরদীঘি কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার মহাশয়কে ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করানর উদ্দেশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাচনী বক্তৃতা দিতে দিতে অবশেষে বোখারা স্কুল প্রাঙ্গণেও তাঁর বক্তব্য জনসাধারণের নিকট পেশ করেন এবং বাংলা কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করার উদ্দাত্ত আহ্বান জানান। বলা বাহুল্য, সে সময় উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁকে তাঁদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করলে তিনি যথাসাধ্য তার প্রতিকার করবেন বলে জানান। জনসাধারণের নানা অসুবিধার মধ্যে বোখারায় একটি "হল্ট ষ্টেশন" স্থাপন অন্যতম। এ ব্যাপারে তিনি বলেন—"if we come in power, we will try our level best for opening a Halt Station at Bokhara."

মুখ্যমন্ত্রী একথা আজ ভুলে গেলেও জনসাধারণ সেকথা এখনও ভোলেনি। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে হয়তো বাংলা কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সমুচিত জবাবদিহি করতে হবে। —সংবাদদাতা

মৎস্যজীবিদের উদ্যোগে সভা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্ক ময়দানে মৎস্যজীবিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় পৌর কমিশনার ডাঃ জগবন্ধু হালদার। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার। তিনি বলেন—আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে সরকার মৎস্যজীবিদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করবেন যার দ্বারা ট্যাঙ্ক-ফিশারীগুলি সরকারী অধীনে আনা যাবে। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আর, এস, পি নেতা বীরেন চৌধুরী। তিনি বলেন—সরকারী আইনে যদি মৎস্যজীবিদের বাঁচার অধিকার সুরক্ষিত না হয় তবে ক্ষুধার্ত মানুষ হিংসার পথ বেছে নিতে কুণ্ঠিত হবে না।

গ্রাম, সংবাদ ও সাংবাদিকতা

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী বিবৃতি দিয়েছেন যে, সংবাদপত্রে যেন গ্রামের সংবাদ বেশী মাত্রায় পরিবেশন করা হয়। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের কথা পরিবেশন করলে সরকারের পক্ষে সব কিছু জানা ও প্রতিকার সম্ভব হবে। খুব ভাল কথা, সত্যি কথা। গ্রাম-বাংলার কথা, চাষী মজুরদের কথা সরবরাহ যে কত কঠিন তা বোধ হয় তাঁর স্মরণ ছিল না। একে তো কোন সাংবাদিকই গ্রামে পাওয়া যায় না, সংবাদ সংগ্রহ করতে হলে সাংবাদিকদের শহর হতে গ্রামে যেতে হবে। শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়া যে কত দুঃসাধ্য ও কষ্টসাধ্য মাঠ, নদী, নালা ডিঙ্গিয়ে যদি বা সেখানে যাওয়া গেল, সেই সংবাদ দ্রুত পাঠানর জন্য ফোন বা টেলিগ্রাফ কোন গ্রামে পাওয়া সম্ভব নয়। আর উৎকর্ষ বিধান যে কি ভাবে হবে, তারও কোন হদিস দেন নাই। নির্ভীক, বলিষ্ঠ সংবাদ সরবরাহ হলেই যে তার উৎকর্ষতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। আর্থিক অবস্থার কথাটাও চিন্তা করার দরকার। জেলার মুখপত্র বা মহকুমার মুখপত্র জেলার মহকুমার সদর হতে যে সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে, তাদের আর্থিক সঙ্গতিটা একটু বিচার করার অপেক্ষা রাখে। তাদের আর্থিক অনটনের মধ্যে বহুকষ্টে এমন কি ঘাটতি বাজেটের মধ্যেও পত্রিকা প্রকাশ করতে হচ্ছে। পত্রিকার বিক্রীত মূল্যে কোন দিনই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব নয়। যে ২/৪টা বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার মুদ্রণমূল্য এবং বিক্রীত পত্রিকার মূল্য—এ দুয়ের মূল্যে পত্রিকার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাছাড়া, আজকাল নিউজপ্রিন্টের দর অস্বাভাবিক এবং এ সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকার নিউজপ্রিন্টের "কোটা"

(quota) নাই—সুতরাং বেশী দাম দিয়েই নিউজপ্রিণ্ট কিনিতে হয়। তাছাড়া যে সমস্ত কর্ম্মচারী থাকেন, তাঁদের মাহিনা ও দাবী যেভাবে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, এবং সাংবাদিকদের যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য করার ইচ্ছা থাকলেও তা সব সময় সম্ভব নয়। অথচ পত্রিকা প্রকাশনায় সাংবাদিকদের কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের অবদানের কথাটাও চিন্তার বস্তু।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রামের কথা প্রকাশ করতে গেলে তেমন বলিষ্ঠ, নির্ভীক সাংবাদিক পাওয়া সম্ভব নয়—কারণ বিনা পারিশ্রমিকে কিংবা যৎসামান্য পারিশ্রমিকে নির্ভীক সংবাদ আশা করা যায় না। এজন্য চায় সরকারী সাহায্য। সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে—সকল প্রকার সুযোগ ও সুবিধার ডালি হাতে। সাহায্য, অনুদান কিম্বা ঘাটতি পূরণ স্কীম, নিয়মিত নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহ এবং কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এই ছোট ছোট জেলা মহকুমা পত্রিকায় দিতে হবে। তা হলে হয়তো আজয় বাবুর বিবৃতি দেওয়া সার্থক হবে।

—সংবাদদাতা

রঘুনাথগঞ্জ বাজার

রঘুনাথগঞ্জ তরিতরকারীর ও মাছের বাজারে বিক্রেতাগণের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাহারা উত্তর দিকের মিউনিসিপাল রাস্তার উপর নিজেদের জিনিস রাখিয়া বিক্রয় করে। ইহাতে পথচারীগণের যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এই রাস্তা দিয়া পল্লীর বহু স্নানার্থিনী ভদ্র-মহিলা নদীতে যান। তাঁহাদেরও খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকারের জন্য আমরা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।